৯৫

ইত্তেফাক

তারিখ 09 SEP 1986
পৃষ্ঠা ... 3 কলাম ... 2

028

প্রাথমিক স্কুলের রুগ্নদশা ।। জরাজীর্ণ গৃহ শিক্ষক ও আসবাবের অভাব

বিভিন্ন এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ নানা সমস্যায় জর্জরিত হইয়া পড়ায় সেসব স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া দারুণভাবে ব্যাহত হইতেছে।

বগুড়ার সংবাদদাতা জানান, বগুড়া জেলার ৯৫৮টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রায় ৪ শত বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় বেঞ্চ ও অন্যান্য আসবাবপত্র নাই। অনেক স্কুলের বেড়া পর্যন্ত নাই। শিবগঞ্জ উপজেলার মোকামতলা সোনাতলা রাস্তা সংলগ্ন আনন্দগঞ্জ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মোট ১৮৫ জন ছাত্রছাত্রীর বসার বেঞ্চ না থাকায় তাহাদের প্রতিদিন মাটিতে বসিয়া ক্লাস করিতে হয়।

দৌলতখানের (ভোলা) সংবাদদাতা জানান, দৌলতখান উপজেলার ৬১টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ২৯টি বিদ্যালয় ভবন ব্যবহারের অনুপযোগী। তন্মধ্যে ১৭টি ভবন ধসিয়া পড়ার আশংকা দেখা দিয়াছে। ২৯টি বিদ্যালয়ের সবগুলিতেই আসবাবপত্রের অভাব রহিয়াছে। উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১০ জন শিক্ষকের পদশূন্য রহিয়াছে।

কোন কোন স্কুলে স্থানাভাব সমস্যা প্রকট। বিভিন্ন স্কুলে পানীয় জল ও টয়লেটের ব্যবস্থা নাই। উপকূলীয় ১৪টি স্কুলে জোয়ার-ভাটার উপর নির্ভর করিয়া ক্লাস নিতে হয়। চরফ্যাশন উপজেলার মোট ১০৯টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ৫০/৬০টি বিদ্যালয় ভবনই জরাজীর্ণ।

রংপুরের সংবাদদাতা জানান, রংপুর শহর হইতে ৩ মাইল দূরবর্তী জলছাত্র সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি যথাযথভাবে সংস্কারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

শেরপুর টাউনের সংবাদদাতা জানান, শেরপুর সদর উপজেলার কসবা প্রাথমিক বিদ্যালয়টি গত বৎসর ঝড়ে বিধ্বস্ত হইলেও পুনঃ নির্মাণ করা হয় নাই। অবশ্য গ্রামবাসী ও শিক্ষকগণ নিজেরাই উদ্যোগী হইয়া সেখানে একটি ছাপড়া তুলিয়া কোন রকমে স্কুলের কাজ চালাইয়া যাইতেছেন। সদর উপজেলার আরও ৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার করা প্রয়োজন।

মেহেরপুরের সংবাদদাতা জানান, মেহেরপুর জেলায় প্রাথমিক শিক্ষকের বহু পদ শূন্য

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

রংপুরের জলছাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের করুণ অবস্থা (বামে) এবং বগুড়ার আনন্দগঞ্জ স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মাটিতে বসিয়া ক্লাস (ডানে)
—ইত্তেফাক